যায়যায়দিন

তারিখ ..2 3 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪ ......

ওয়ান-ইলেভেনের ধাক্কা সামলে আবার সক্রিয় হচ্ছে ছাত্রদল

হাবিবুর রহমান

এক বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর ছাত্রদল আবার সক্রিয় হচ্ছে। বিএনপির অন্যতম এ অঙ্গ-সংগঠনের নেতারা ওয়ান-ইলেভেনের পর থেকে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। পালিয়ে থাকায় ছাত্রদলের সেন্ট্রাল কমিটির নেতাদের গত এক বছরে দলের কর্মসূচিতে কমই দেখা গেছে। ওয়ান-ইলেভেনের ধাক্কা সামলে সম্প্রতি তারা আবার সক্রিয় হচ্ছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সময় বিশাল শো-ডাউন করে তারা। সম্প্রতি ছাত্রদলের সেন্ট্রাল নেতাদেরও ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আসতে দেখা যাচ্ছে। প্রতিদিনই ইউনিভার্সিটি কমিটি ও বিভিন্ন হলের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগেও ক্যাম্পাসে মাত্র কয়েকজন নেতাকর্মীকে দেখা যেতো। সম্প্রতি খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানসহ অন্যদের মুক্তির দাবিতে তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেছেন। দেশের আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো সময় খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে এ ধরনের ঝটিকা কর্মসূচি শুরু হতে পারে বলে নেতারা জানিয়েছেন।

তাদের ভাষায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে মাঠে নামার জন্য ছাত্রদলের সেন্ট্রাল নেতারা তৈরি হচ্ছেন। তাই সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আজিজুল বারী হেলাল জেলে থাকায় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে টুকুকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, প্রায় নিষ্ক্রিয় থেকেই গ্রেফতার হয়েছিলেন ছাত্রদল প্রেসিডেন্ট। তাই সক্রিয় হওয়ার বদলে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল সবাইকে। এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠছেন।

এক নেতা অভিযোগ করেন, জরুরি অবস্থা জারির প্রথম দিকে জিয়া পরিবার বা বিএনপির পক্ষে প্রেস রিলিজ দেয়ার মতো ছাত্রদলের কোনো নেতাকে খুজে পাওয়া যায়নি। দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে কোনো ছাত্রনেতাকে কখনো দেখা গেলেও সংগঠন নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা আছে– এমন কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়নি। সেই অবস্থা পাল্টাচ্ছে।

ছাত্রদল সেক্রেটারি শফিউল বারী বাবুকে গত বছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে প্রথম দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায়। তাকে নিয়ে বিএনপির হাইকমান্ড ক্ষুব্ধ ছিল বলে সূত্র জানিয়েছে। দায়িত্ব পাওয়ার পর মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনও বারবার ছাত্রদল নেতাদের সক্রিয় হওয়ার তাগাদা দিয়েছেন। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেছেন। মতবিনিময়ে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ছাত্রদলকে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছাত্রদল আবারো সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে বলে দাবি এক নেতার। ছাত্রদলকে কিভাবে সক্রিয় করা যায়– এ নিয়ে শীর্ষ নেতারা সম্প্রতি মিটিংও করেছেন বলে জানা গেছে।

বিএনপির যে কোনো দুঃসময়ে ছাত্রদল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে ছাত্রদলের লড়াকু ভূমিকা ছিল। কিন্তু ওয়ান-ইলেভেনের পর শীর্ষ নেতাদের নীরব ভূমিকা নিয়ে দলের সব শ্রেণীর নেতাকর্মীরাই প্রশ্ন তুলেছেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রদল নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যায়যায়দিনকে বলেন, বিএনপির এ দুঃসময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখা ছাত্রদল বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এমনকি তারেক রহমান গ্রেফতার হওয়ার পরও তারা ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে। দুই দফা বন্যায় তারা স্যালাইন প্রজেক্ট নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ছাত্রদল ইউনিভার্সিটি শাখা সব সময় মাঠে রয়েছে। এখন সেন্ট্রাল কমিটি সক্রিয় হলেই ছাত্রদল আগের গৌরবে ফিরে যাবে।

ছাত্রদলের সাবেক প্রেসিডেন্ট হাবিব-উন পৃ ১৫ >> ক ৭

ওয়ান-ইলেভেনের ধাক্কা সামলে আবার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

খান সোহেল যায়যায়দিনকে বলেন, বর্তমান সরকার যেভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে এটা কেউ প্রত্যাশা করেনি। এ নির্যাতন মোকাবেলায় ছাত্রদল নেতাদের সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও মানসিক শক্তি ও প্রস্তুতি ছিল না। মানসিক শক্তি অর্জন করতে সময় লেগেছে।

সাবেক এ ছাত্রনেতা বলেন, যে মুহূর্তে খালেদা জিয়াসহ তার দুই ছেলে জেলে রয়েছেন, দেশের গণতন্ত্র বিপর্যস্ত, সেই মুহূর্তে ছাত্রদলকে আরো শক্তিশালী হতে হবে। নিজেদের মধ্যে সংঘাতে না জড়িয়ে মূল টার্গেট দেশ, জাতি ও দলকে বাচাতে একসঙ্গে কাজ করা। সমস্যা থাকলে এখনই মিটিয়ে ফেলতে হবে।

সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের ভূইয়া জুয়েল যায়যায়দিনকে বলেন, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে ছাত্রসমাজ সব সময় কাজ করেছে। দেশের প্রয়োজনে ছাত্রদল ভবিষ্যতে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত। তিনি বলেন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা সংশ্লিষ্ট জেলা, থানাসহ বিভিন্ন ইউনিট মনিটর করছেন। কোথাও কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখার নেতারা বিভিন্ন হল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। সাংগঠনিকভাবে ছাত্রদল আগের মতোই অটুট আছে বলে তিনি দাবি করেন।